দৈনিক সংবাদ

APR. 26 2002

গাইবান্ধা ঃ ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত গাইবান্ধা সদর উপজেলার খোলাহাটি উচ্চ বিদ্যালয় ও চাপাদহ বালিকা বিদ্যালয়ের বেহাল দৃশ্য —সংবাদ

গাইবান্ধায় ঘূর্ণিঝড়ে ১২টি গ্রামের ঘরবাড়ি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত

গাইবান্ধা থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ ঘূর্ণিঝড়ে গাইবান্ধা শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ১২টি গ্রাম লণ্ডভণ্ড হয়েছে। বিধ্বস্ত হয়েছে আড়াই হাজার ঘরবাড়ি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আহত হয়েছে ৫০ ব্যক্তি। এদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। গত ১১ ও ১২ই এপ্রিল এই ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। ১১ই এপ্রিল রাত সাড়ে ১০টায় প্রথমদফা ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়। এই ঘূর্ণিঝড় ৩০ মিনিট স্থায়ী ছিল। ১২ই এপ্রিল সকাল ও দুপুরে দ্বিতীয়দফা ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে।

এ দু'দিনের ঘূর্ণিঝড়ে গাইবান্ধা পৌর এলাকার শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পাড়া ও মহল্লাগুলোর নাম পলাশপাড়া, থানাপাড়া, শাপলাপাড়া, পশ্চিমপাড়া, ডেভিড কোম্পানিপাড়া, পূর্বপাড়া, ব্রিজ রোডপাড়া, কালীবাড়ি পাড়া, মুনসিপাড়া, সরকারপাড়া, ফকিরপাড়া ইত্যাদি। পৌর এলাকার বাইরে ধানঘরা, লক্ষ্মীপুর, কুপতলা, খোলাহাটি, বোয়ালী, রামচন্দ্রপুর, বল্লমঝাড়, সাহাপাড়া গিদারী ও ঘাগোয়া ইউনিয়নের ১২টি গ্রাম লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে ২ হাজার ৪শ' ৫০টি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত হয়েছে ৫০টি। এর মধ্যে খোলাহাটি উচ্চ বিদ্যালয় ও চাপাদহ বালিকা বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব নেই। গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ৫শ'টি। আর বোরো, পাট এবং অন্যান্য সবজি আবাদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রায় ৬ হাজার হেক্টর জমির। ঘরচাপা পড়ে আহত হয়েছে কমপক্ষে ৫০ জন। এদের মধ্যে ৫ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। তাদেরকে স্থানীয় হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভর্তি করানো হয়েছে। গবাদি পশু মারা গেছে ১৯টি। প্রায় ১ হাজার ৮শ' পরিবার খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে। এরা বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি মেরামত করতে পারেনি। পায়নি কোন সরকারি সাহায্য। এর আগে ৮ই এপ্রিলেও ঘূর্ণিঝড় হয়েছে; কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো কোন সাহায্যই পায়নি।